১লা সেপ্টেম্বর ২০০৬

শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী,

রাষ্ট্রীয় জ্ঞান আয়োগের প্রথম সভার অভিভাষণে আপনি বলেছিলেন যে জ্ঞানের বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিষয় প্রবেশের জন্য অনূদিত পাঠ্য সামগ্রীর ভূমিকা মহত্বপূর্ণ এবং এর ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রেও ক্রমাগত শিক্ষার বেলায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে আরো অনেক সুবিধা হবে। এইজন্যই রাষ্ট্রীয় জ্ঞান আয়োগ অনুবাদকে জ্ঞানের অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে বিভিন্ন ধরনের অনুবাদের ক্ষেত্রে (তা মানবিক অনুবাদ, মেশিন অনুবাদ অথবা তাৎক্ষণিক অনুবাদ ইত্যাদি যাই হোক) গুণগত ও পরিমাণগত উন্নতির অনেক সুযোগ রয়েছে -- বিশেষ করে বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে (যেমন সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, প্রায়োগিক, ব্যবসায়িক প্রভৃতি), যাতে সারা দেশে জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার বাড়তে পারে। বর্তমানে অনুবাদের যে সব সুবিধা বা ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলি আদৌ যথেষ্ট নয় ও সমাজে চাহিদার তুলনায় খুব কম। তথ্যের অভাবের সঙ্গে জুড়তে হয় অনুবাদ কৃতির সম্ভাব্য প্রয়োগকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব -- দুইয়ে মিলে এইক্ষেত্রে ব্যবসায়িক স্তরে ব্যর্থতা এনে দেয়। এছাড়া ভালো মানের অনুবাদ কর্ম ঠিক ঠিক ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছতেও পারছে না -- যার ফলে না কোন আদর্শ মান তৈরি হচ্ছে, না এই ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগ বা উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। অতএব এক্ষেত্রে কিছু অংশে সাধারণ মানুষের তরফে হস্তক্ষেপ করা দরকার মনে হয় -- অন্ততঃ চিরস্থায়ীভাবে না হলেও এইসব বেসরকারী প্রয়াসে যাতে সহায়ক কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করাও আবশ্যক, যাতে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যিক দিক থেকেও উচ্চমানের অনুবাদ প্রকাশিত হতে পারে। এরফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে জীবিকা বা উপার্জনের সুযোগ তৈরী হবে তা এত বেশী হবে যে বহু শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীকে এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান জোগাড় করে দেওয়া সম্ভব হবে।

এইসব তথ্য ও আশ্রয় বাক্যগুলির ওপর নির্ভর ক'রে অনুবাদের সঙ্গে জড়িত বহু বিশেষজ্ঞ ও সংস্থা প্রকাশক ও প্রচারক সংগঠন প্রভৃতিকে নিয়ে একটা কার্যগোষ্ঠী গ'ড়ে তোলা হয় ডঃ জয়তী ঘোষের নেতৃত্বে। তাদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা, একাডেমি, ভাষা বিশেষজ্ঞ, প্রকাশক, শিক্ষক ও অনুবাদের সঙ্গে সম্বন্ধিত আরো বহু মানুষ। এঁরা বেশ কয়েকবার কার্যশালার মাধ্যমে আলোচনার জন্য মিলিত হয়েছেন।

এইসব কার্যশালা ও আলোচনা সভার মাধ্যমে যে বক্তব্য পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে জ্ঞান আয়োগের তরফে আমরা এইসব সংস্তুতি করেছি:

১. দেশে অনুবাদ-ব্যবসায়ে গতি ও তীব্রতা আনার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করা দরকার। অন্যান্য দেশের উদাহরণ দিয়ে বলা যায় ভারতের মতন দেশে যেখানে বহুভাষা রয়েছে এবং বিদেশী ভাষায় ও বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদের এত সুযোগ আছে, সেখানে মনে হয় অনুবাদ কর্মের সঙ্গে জড়িত করে প্রায় দুই থেকে পাঁচ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করা যেতে পারে।

২. বিভিন্ন ধরনের অনুবাদের ক্ষেত্রে তথ্যের একটা বৃহত্ ভাণ্ডার তৈরি করা দরকার যার মধ্যে সব কটি প্রমুখ ভারতীয় ভাষাকে নেওয়া হবে এবং যে তথ্য ক্রমান্বয়ে আরো অনুবাদ প্রকাশনার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাবে এবং তার সৃজন ও সম্পাদনে যথেষ্ট ধ্যান দেওয়া হবে। একই সঙ্গে অনুবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা-সামগ্রী অনুবাদ সহায়িকা যন্ত্রানুষঙ্গগুলি ও নতুন নতুন যোজনা ও সুবিধা -- যেমন অনুবাদের রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা প্রভৃতির দিকেও নজর দেওয়া হবে।

৩. অনুবাদ বিষয়ক মুদ্রিত ও ইন্টারনেট-নির্ভর প্রকাশন -- দুই দিকেই দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সমস্ত ধরনের অনুবাদ কর্মের -- বিশেষ করে তাত্বিক ও প্রায়োগিক দুই দিক থেকেই ও সমস্ত ভাষাগুলিকে জড়িত ক'রে অনুবাদ কর্মের একটা ক্লিয়ারিং হাউস তৈরি করা দরকার।

৪. অনুবাদ সংক্রান্ত নানান যন্ত্রানুষঙ্গ যেমন সমার্থ শব্দকোষ, দ্বিভাষী শব্দকোষ এবং নানান সফ্টওয়্যার -- এসবই সৃষ্টি করা ও এগুলিকে সচল রাখা ছাড়াও যন্ত্রানুবাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়াও প্রয়োজন যার মাধ্যমে বিশাল সংখ্যক পাঠের ভাষান্তরণ মুহূর্তের মধ্যে সামান্য খরচে সম্ভব হতে পারে।

৫. অনুবাদকদের জন্য উচ্চ মানের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা। যে সমস্ত উপায়ে এটা করা সম্ভব তার মধ্যে রয়েছে অল্পাবধির প্রশিক্ষণ, ভাষা-শিক্ষণ প্রোগ্রামের পাঠ্যবস্তুর অভিন্ন অঙ্গ রূপে অনুবাদকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, গবেষণা কর্ম ও বিভিন্ন প্রোগ্রামে ফেলোশিপের সুযোগ ও গবেষণা বিষয়ক কাজকর্ম হাতে নেওয়া যাতে অনুবাদের ক্রিয়াকলাপের পরিধিও বাড়ে।

৬. সমস্ত স্তরেই (বিশেষ করে প্রাথমিক থেকে সাহিত্য চর্চা বিষয়ক) এবং বিশেষ করে বিজ্ঞানে ও সমাজবিজ্ঞানে **অনুবাদ বিদ্যাশিক্ষার সামগ্রী** তৈরী করতে হবে।

৭. উচ্চমানের অনুবাদের সাহায্যে দক্ষিণ এশিয়ায় ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে **ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যগুলির প্রচার ও প্রসার করা।**

৮. রাষ্ট্রীয় স্তরে একটি অনুবাদের একটা ওয়েব-নির্ভর পোর্টাল তৈরি করা দরকার যাতে অনুবাদ বিষয়ক সব ধরনের তথ্য এক জায়গায় পাওয়া যাবে। এরই মাধ্যমে একটা বার্তালাপের বুলেটিন বোর্ডও তৈরি করা যাবে যাতে সব ধরনের প্রশ্ন ও উত্তর স্থান পাবে।

৯. অনুবাদ নিয়ে প্রতি বছর একটি জাতীয় স্তরে সম্মেলন করা যেখানে এই ক্ষেত্রের নতুন কাজ কর্ম ও আবিষ্কার নিয়ে আলাপ আলোচনা হবে, যাতে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদকেরা ও এই ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত সবাই উপস্থিত থাকবেন।

১০. বইয়ের উদ্ঘাটন, বই মেলা ও নানান পুরস্কার এবং ছাত্রবৃত্তির মাধ্যমে এবং যুগ্ম অনুবাদ কর্ম ও দীর্ঘকাল ব্যাপী অনুবাদ কার্য্যালয় আয়োজন করে এই ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের মতামত ও অভিজ্ঞতা যাতে ভাগ ক'রে নিতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা।

রাষ্ট্রীয় জ্ঞান আয়োগ মনে করে যে এইসব উদ্দেশ্যের যথাশীঘ্র সম্ভব ও যতো সুচারুভাবে সম্বব পূর্তি করতে গেলে ভারত সরকারকে রাষ্ট্রীয় অনুবাদ মিশন-এর (NTM) স্থাপনা করতে হবে যাতে এইসব কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় অনুবাদ মিশ্রনের বিষয়ে একটি প্রস্তাব এইসঙ্গে পাঠানো হলো। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এন.টি.এম. হবে এমন একটি সংস্থা, যা আকারে ও পরিকাঠামোর দিক দিয়ে হবে ছোটো এবং নমনীয় বা পরিবর্তনশীল, কিন্তু যার যথেষ্ট আর্থিক সংগতি থাকবে নির্দিষ্ট বিষয়গুলিতে কাজ করানোর জন্য নানান সংস্থা ও ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান দেওয়ার মতন। এটা একটা শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সংস্থা না হয়ে স্থানীয় ও রাজ্যস্তরের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সংযোগ সাধন করে বিকেন্দ্রিতভাবেও চালিত হবে। যেহেতু ভবিষ্যতের চাহিদার তুলনায় নিকট ভবিষ্যতের প্রয়োজনের একটা পার্থক্য থাকতে পারে -- শুধুমাত্র অনুবাদ বিষয়ক কাজকর্মেই নয় এই বিশাল ক্ষেত্রে মিশনের তরফে হস্তক্ষেপের ধরনের বিষয়েও -- তাই রাষ্ট্রীয় অনুবাদ মিশনকে এখনকার ও আগামী দিনের ব্যবসায়িক স্থিতি ও সামাজিক পরিস্থিতির কথা মনে রেখে খুব নমনীয়ভাবে এগোতে হবে।

এটা আন্দাজ করা হচ্ছে যে একাদশ পঞ্চবর্ষীয় যোজনার অঙ্গ রূপে এইসব গতিবিধির কথা মাথায় রেখে ২৫০ কোটি টাকার একটা পরিকল্পিত বাজেটের মাথায় রেখে (যার প্রায় ৮০ কোটি টাকা থাকবে সাংগঠনিক খরচ, ছাত্রবৃত্তি ও সাম্মানিকী প্রভৃতির জন্য এবং ১৭০ কোটি টাকা ধার্য্য হবে অন্য সমস্ত খরচের জন্য যার মধ্যে থাকবে বিভিন্ন সংস্থাকে বা ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ অনুবাদ যোজনার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া) একটা রাষ্ট্রীয় অনুবাদ মিশনের স্থাপনা করা হবে। একাদশ পঞ্চবার্ষিক যোজনার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে পরবর্তী যোজনার সময়ে মিশনের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা বরাদ্দ করা যেতে পারে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় অনুবাদ মিশনের জন্য এককালীন কিছু টাকা বরাদ্দ করা দরকার মূল কাঠামো গড়ে তোলার জন্য।

যোজনা আয়োগকে এই মর্মের একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে এবং মোটামুটি ভাবে যোজনা আয়োগ এই প্রস্তাবের সমর্থন করেছেন তবে রাষ্ট্রীয় অনুবাদ মিশনের সাংগঠনিক রূপ ও সংরচনার বিষয়ে ওঁরা কিছু

মতামত দিয়েছেন। এই মতামতগুলিকেও বিস্তারিত প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করে একটা সংশোধিত প্রস্তাবের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে যা এখানে দেওয়া হলো। অবশ্য যদি এই প্রস্তাবকে আরো আনুষ্ঠানিকভাবে এবং বিস্তৃততর রূপে একাদশ যোজনার অন্তর্গত ক'রে আবশ্যক আর্থিক বরাদ্দের দাবি করতে হয়, তাহলে একটি বিশেষ কার্য্যগোষ্ঠী তৈরী করতে হবে যা বিভিন্ন মন্ত্রালয় ও বর্তমানে কার্য্যরত নানান সংস্থার সঙ্গে বসে বিচার-বিমর্শ করবে এবং প্রস্তাবটিকে তীক্ষ্ণতর বানাবে। এই কার্য্যগোষ্ঠীর সম্ভাবিত সদস্যদের নাম এই প্রস্তাবের সঙ্গেই দেওয়া হলো।

অনুবাদ ক্রিয়ার ওপর এই বিশেষ ধ্যানকে সারা দেশে ইংরেজি ভাষার শিক্ষার ক্ষেত্রে যে প্রবেশাধিকার বাড়ানোর কথা অন্যত্র বলা হয়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। এরই সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিদ্যালয়গুলিতে, বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে, ইংরেজি শিক্ষা শুরু করার ব্যাপারটিও। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে প্রবেশাধিকার বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে, এই দুটি প্রস্তাবই তারই দুটি দিক। রাষ্ট্রীয় জ্ঞান আয়োগ ভাষা-বিষয়ক যে সব সমস্যা রয়েছে ও ইংরাজি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের যেসব বাধা রয়েছে সে বিষয়ে একটি পৃথক টিপ্পণী তৈরী করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে এবং আন্তরিক অভিবাদন সহ,

[স্বাক্ষর]

শ্রী স্যাম পিত্রোদা

অধ্যক্ষ

রাষ্ট্রীয় জ্ঞান আয়োগ

কপি: শ্রী অর্জুন সিং, মানব সংসাধন বিকাশ মন্ত্রী

শ্রী মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া, উপাধ্যক্ষ, যোজনা আয়োগ

রাষ্ট্রীয় জ্ঞান আয়োগ অনুবাদ ও রাষ্ট্রীয় অনুবাদ মিশনের জন্য যেসব বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়েছে তাঁদের সূচী

১. শ্রী কে.পি.আর. নায়ার

কোর্ণাক প্রকাশন

২. শ্রী কেশব দেসিরাজু

যুগ্ম সচিব

উচ্চশিক্ষা বিভাগ

মানব সংসাধন বিকাশ মন্ত্রালয়

৩. ডঃ এম. শ্রীধর

ইংরেজী বিভাগ

হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়

৪. প্রফেসর অলোক ভাল্লা

ইংরেজী বিভাগ

সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইংলিশ এন্ড ফরেন ল্যাগুয়েজেস

৫. ডঃ ডি.এস. নবীন

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট

৬. প্রফেসর জি. উমা মহেশ্বর রাও

সেন্টার ফর এপ্লাইড লিংগুইস্টিক্স এন্ড ট্রানস্লেশান স্টাডিজ

ক্যাল্টস্, হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়

৭. প্রফেসর বনমালা বিশ্বনাথ

ইংরেজি বিভাগ

জ্ঞানভারতী,

ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়

৮. ডঃ নীতি বডওয়ে

প্রফেসর অব জর্মন,

ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজেস

পুণা বিশ্ববিদ্যালয়

৯. প্রফেসর হরীশ ত্রিবেদী

ইংরেজী বিভাগ,

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

১০. প্রফেসর পুষ্পক ভট্টাচার্য্য

প্রফেসর অব কম্পিউটার সাইন্স,

কম্পিউটার সাইন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
মুম্বাই

১১. শ্রী বেন্নী কুরিয়ান
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট

১২. শ্রীমতী কামিনী মহাদেবন
পিয়ারসন এডুকেশন ইন্ডিয়া

১৩. ডঃ সুজাতা রায়
যুগ্ম নিদেশক
হিন্দী মাধ্যম প্রয়োগ সমিতি
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. শ্রী অভিজিত দত্ত
গ্লোবালাইজেশন বিশেষজ্ঞ,
আই.বি.এম. গ্লোবাল সার্ভিসেস ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ

১৫. শ্রীমতী গীতা ধর্মরাজন
কথা

১৬. শ্রীমতী মিনি কৃষ্ণান
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, চেন্নাই

১৭. প্রফেসর উদয় নারায়ণ সিংহ
ভারতীয় ভাষা সংস্থান

১৮. শ্রীমতী রাধিকা মেনন
তুলিকা

১৯. ডঃ এস.এন. ওঝা
বিশ্বভারতী কম্পিউটার সেন্টার,
শান্তিনিকেতন

২০. শ্রী রুবীন ডি'ক্রুজ
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট

২১. প্রফেসর বিজয় কুমার
অধ্যক্ষ
সি.এস.টি.টি. (কমিশন ফর সাইন্টিফিক এন্ড টেকনিকাল টার্মিনলজি)

২২. শ্রী এন.ভি. সত্যনারায়ণ
চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ইনফরম্যাটিক্স (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

২৩. ডঃ শালিনী আর. উর্স

এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর

আই.এস.আই.এম. -- ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব ইনফরমেশান ম্যানেজমেন্ট

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়

২৪. ডঃ সুকৃতা পি. কুমার

২৫. ডঃ অপূর্ব্বানন্দ

২৬. ডঃ সঞ্জয় শর্মা

ইতিহাস বিভাগ

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

২৭. অভয় দুবে

সম্পাদক

ইংলিশ ল্যাংগুএজ প্রোগ্রাম, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব ডেভেলপিং সোসাইটিজ

২৮. রবি কান্ত

সম্পাদক,

দীবান-ই-সরাই,

সরাই প্রোগ্রাম

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব ডেভেলপিং সোসাইটিজ

২৯. অরবিন্দ মোহন

পূর্ব্বভূত সহযোগী সম্পাদক

হিন্দুস্থান টাইমস্

৩০. ডঃ হেমন্ত দরবারী

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অব এডভান্সড কম্পিউটিং

৩১. মাহমুদ ফারুকী

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব ডেভেলপিং সোসাইটিজ